ভোরের কাগজ

NOV. 29 2002

পৃষ্ঠা ১২ কলাম ...

বাংলাদেশে দ্বৈত শিক্ষা বিষয়ে গোলটেবিল

দ্বৈত শিক্ষার কাঠামো, রূপরেখা নীতিমালা নিয়ে মতদ্বৈততা

কাগজ প্রতিবেদক : 'বাংলাদেশে দ্বৈত শিক্ষা' বিষয়ক গোলটেবিল বৈঠকে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যেই দ্বৈত শিক্ষার কাঠামো, রূপরেখা, নীতিমালা নিয়ে মতদ্বৈধতা দেখা দেয়। গতকাল বৃহস্পতিবার এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ এবং ইউনিভার্সাল নিউজ এজেন্সি ও এশিয়া ডাইজেস্ট-এর যৌথ উদ্যোগে দৈনিক ইনকিলাবের সহযোগিতায় সিরডাপ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়।

বৈঠকে প্রধান অতিথি ছিলেন শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন। মূল প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশের উপাচার্য অধ্যাপক আবুল হাসান মু. সাদেক। সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এম এরশাদুল বারী। মডারেটর ছিলেন দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক এবং ইউনিভার্সাল নিউজ এজেন্সির প্রধান সম্পাদক কবি ইশারফ হোসেন। বৈঠকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, ডিন, অধ্যাপক, গবেষক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

সভাপতির বক্তব্যে এম এরশাদুল বারী বলেন, দ্বৈত শিক্ষা বা দূরশিক্ষণ পদ্ধতি বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করছে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্টে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশকে এ ধরনের শিক্ষা পরিচালনা করার এখতিয়ার বা ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কিনা তা নিয়ে তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, দেশে দূরশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আছে এবং এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৩

দ্বৈত শিক্ষার কাঠামো, রূপরেখা

● শেষের পাতার পর

অফ বাংলাদেশের যদি আইনগত ভিত্তি থাকে তবে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজনীয় সবধরনের সহযোগিতা করবে।

এম এরশাদুল বারীর প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশের উপাচার্য অধ্যাপক আবুল হাসান মু. সাদেক বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্টে উচ্চ শিক্ষার কথা উল্লেখ আছে, কিন্তু কোন মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে তা উল্লেখ নেই। তিনি আরো বলেন, মন্ত্রণালয় বিশ্ববিদ্যালয়কে ক্যাম্পাস এবং দূরশিক্ষণ দুটি পরিচালনা করার জন্যই অনুমোদন দিয়েছে।

তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়টি সরকারি অনুমোদনপ্রাপ্ত বলেই প্রেসিডেন্ট ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করেছেন।

এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন অধ্যাপক এ প্রতিবেদককে বলেছেন, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নতুন তাই তিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট সম্পর্কে অবহিত নন। বৈঠকে দ্বৈত শিক্ষা নামকরণ নিয়ে ও বক্তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। মূল প্রস্তাবনায় অধ্যাপক আবুল হাসান মু. সাদেক দ্বৈত শিক্ষা বলতে বুঝিয়েছেন ক্যাম্পাস এবং দূরশিক্ষণের সংমিশ্রণ, যে শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্রছাত্রীদেরকে ক্লাস করতে হয় না, বাড়িতে বসে বা চাকরিজীবীরা কাজের অবসরে এ ধরনের শিক্ষগ্রহণ করতে পারে। শিক্ষাদান টেলিফোন, ইন্টারনেট, সিডি, পাঠ্যপুস্তক, অডিও যে কোনো মাধ্যমে পরিচালিত হতে পারে। তিনি আরো বলেন, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জরিপ করে দেখেছে যে, বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীরা টেকনোলজির সুযোগকে কাজে লাগাতে পারছে না। ফলে পরবর্তী সময়ে ক্যাম্পাসে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে ক্লাসের ব্যবস্থা এবং পাঠ্যপুস্তক বিতরণের মাধ্যমে এ শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনা করা হচ্ছে।

বৈঠকে আগত বক্তাদের মধ্যে 'দ্বৈতশিক্ষা' নামকরণ নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। অনেকেই দ্বৈত শিক্ষা বলতে মাদ্রাসা এবং বাংলা মাধ্যমের মিশ্রণ, অনেকেই বাংলা এবং ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা, আবার অনেকেই ছেলেমেয়ের যৌথ শিক্ষা ব্যবস্থাকে বুঝে ছিলেন।

দূরশিক্ষণের পদ্ধতি নিয়েও বক্তারা প্রশ্ন উত্থাপন করেন। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাপদ্ধতি এবং এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশের শিক্ষা পদ্ধতির ভিন্নতার কথা ব্যক্ত করেন বক্তারা। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আবুল হাসান মু. সাদেক বলেন, উন্নত বিশ্বেও দূরশিক্ষণের জন্য প্রায় ১০ ধরনের পদ্ধতি রয়েছে। তিনি বলেন, শিক্ষণের ক্ষেত্রে পদ্ধতিগত ভিন্নতা থাকতেই পারে।

মূল প্রস্তাবনায় মু. সাদেক দূরশিক্ষণ কাকে বলে, বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে কেন প্রয়োজন, উপকারিতা প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।